22/8/2007

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেন আবার দীর্ঘ বন্ধের শিকার না হয়

দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবারও বন্ধ হয়ে গেল। ছাত্রদল আহূত গত ২৯ জুলাই থেকে দীর্ঘ ১৫ দিনের লাগাতার ধর্মঘটের অবসানের ফলে গত ১৩ আগস্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় তার সকল কার্যক্রম শুরু করেছিল। এ জন্য কর্তৃপক্ষ ও কার্যকরী সকল ছাত্র সংগঠন নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ পাওয়ারও দাবি রাখে। আমরা আশাবাদী হয়েছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সচলতা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু আহূত ধর্মঘট স্থগিত হয়েছিল মাত্র; প্রত্যাহার করা হয়নি। আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল— অনতিবিলম্বে এ স্থগিতকৃত ধর্মঘটের নিঃশর্ত প্রত্যাহার ঘটবে। কিন্তু বিধি বাম। গত ১৭ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দেয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় আবারও কার্যত অচল হয়ে পড়ল।

সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনের জন্য সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত ৮ সদস্যের কমিটির সঙ্গে ছাত্রদল এবং

সাখাওয়াৎ আনসারী

ছাত্রলীগের দীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ৮ আগস্ট ধর্মঘট স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও ছাত্রদল কর্তৃক এই শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টি হল খালি করে গত ৫ বছরে ছাত্রদলের বিতাড়িত সকল নেতাকর্মীকে হলে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ছাত্রদলের বৈধ আবাসিক ছাত্রদের হলে ওঠার বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে পূর্ণ সহযোগিতা করার কথা ঘোষণা করে। কর্তৃপক্ষের দেয়া আন্তরিক প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদল ধর্মঘট স্থগিত ঘোষণা করে। এ তো গেল ৮ আগস্ট বুধবারের কথা। এর ঠিক আগের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবারের আলোচনাই কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই মুলতবি হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য গত ৯ আগস্ট বৃহস্পতিবারের সমঝোতা অনুযায়ী চারটি হলে প্রায় ৮০ জন বৈধ ছাত্রকে হলে উঠিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং তারও আগে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষাসমূহ এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ধর্মঘটের আওতামুক্ত থাকবে। পূর্বঘোষিত এ সিদ্ধান্তটুকুও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-শিক্ষকসহ ব্যাপক মহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত দিনেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ধর্মঘট হয়েছে, যেখানে পরীক্ষাসমূহকে ধর্মঘটের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে।

এ তো গেল গত কয়েক দিনের ঘটনাপ্রবাহের আনুক্রমিক সরল বর্ণনা। এ ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে আরও কয়েকটি বিষয় মূল্যায়নের অবকাশ রাখে। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের পুলিশী নিরাপত্তা যে ইতোমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে তা পুনর্বহাল করা হোক। যে দেশে দুর্নীতিগ্রস্ত ঋণখেলাপী ব্যবসায়ীরা নিরাপত্তা পায়, সে দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন-- এটা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। গত ৯ আগস্ট সূর্যসেন হলে ছাত্র তুলে দেয়ার সময় উপাচার্যকে গালাগালি করা এবং কাদা ছুড়ে মারা হয়েছে। বেশ কয়েকটি পত্রিকায় এ খবর ফলাও করে ছাপাও হয়েছে। যাঁরা এটি করেছেন তাঁদের কাছে প্রশ্ন— আপনারা কি এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র নন? সবকিছুর পরও এ কথা কি সত্য নয় যে, যাঁকে কাদা ছোড়া হয়েছে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি? এ ধরনের কর্ম আপনাদের জন্য কতটুকু শোভন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তির জন্যইবা কতটুকু যৌক্তিক— এটা কি আপনারা একবারও ভেবে দেখলেন না? এ কাদা এবং গালি কি নিজের গায়েই এসে পড়েনি?

উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অথবা যে কোন ছাত্র সংগঠন যখনই কোন সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি বা সাক্ষাতকার প্রদান করেন, তখনই তাঁরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিপূর্ণভাবে চলুক এটাই তাঁরা চান। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয়— বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয় কেন? আসুন, আমরা সবাই মিলে কথায় ও কাজে আন্তরিক হই, চাতুরি বর্জন করি, উস্কানিমূলক বক্তব্য থেকে নিজেদের বিরত রাখি। যে সকল দাবি বাস্তবায়নের জন্য এ ধর্মঘট, সেগুলোর যদি ইতিবাচক পরিণতিই ঘটতে পারে, তাহলে কর্তৃপক্ষের বারংবার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে অচলাবস্থা দীর্ঘায়িত করার কি যুক্তি ছিল? হল থেকে বিতাড়িত বৈধ ছাত্রের তালিকা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে আরও অনেক আগেই কি ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়া যেত না? উভয় ছাত্র সংগঠনের হলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে নিশ্চয়তা ছাত্রদল দাবি করেছে, তার প্রতি আমরা পূর্ণ একাত্মতা পোষণ করছি। তবে এ কথাও তো সত্য যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণই ছাত্র সংগঠন দু'টির নিজস্ব সমঝোতার বিষয়। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় বা হল প্রশাসনের এখতিয়ার কতটুকুইবা রয়েছে। আমাদের মনে হয়, প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনসমূহের নেতাকর্মীরা অনেকটা তাজা ব্যাঙের মতো। তাজা ব্যাঙ যেমন এক পাল্লায় রেখে মাপা যায় না, পাল্লা ছেড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ে, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনসমূহের নেতাকর্মীদের চরিত্রও। ব্যাঙ মাপতে গেলে পা বেঁধে গোছা করে পাল্লায় মাপতে হবে, নচেৎ অসম্ভব। [illegible] শুক্রবারের ঘটনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। [illegible] কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের পর পরই উভ[illegible] সংগঠন যে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন ক[illegible] তাতে আন্দোলনের বিজয় হয়েছে বলে ছাত্রদ[illegible] যেমন উল্লেখ করেছে, ছাত্রলীগও তেমনি উল্লে[illegible] করেছে যে এতে ছাত্রদলের নৈতিক পরাজ[illegible] হয়েছে। আমরা উভয় সংগঠনের বক্তব্যে[illegible] পক্ষেই দ্বিমত পোষণ করছি। এটা কোনমতে[illegible] ছাত্রলীগ বা ছাত্রদলের জয়-পরাজয়ের বি[illegible] নয়। বরং আমরা মনে করি, পুরো ধর্মঘটকাল[illegible] ছিল শিক্ষা কার্যক্রমের পরাজয়। [illegible] ধর্ম[illegible] অবসানের মধ্য দিয়ে জয় হয়েছে শিক্ষা গ্রহণে[illegible] সাধারণ ছাত্র সমাজের। [illegible]

ধর্মঘট স্থগিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে[illegible] ছাত্রলীগের একটি প্রতিনিধি দল উপাচার্যের স[illegible] দেখা করে শিক্ষাজীবনের ক্ষতিপূরণসহ [illegible] দফা দাবিনামা পেশ করেছে। এমনকি তারা [illegible] সেশনজট নিরসনের লক্ষ্যে প্রতি শুক্রবার তি[illegible] শিফটে পরীক্ষা গ্রহণেরও আহ্বান জানিয়েছে[illegible] তাদের দাবির যৌক্তিকতা হয়ত রয়েছে[illegible] তারপরও বলব, যে ক্ষতি হয়ে যায় তার কখনও[illegible] পূর্ণ পূরণ ঘটে না। শিক্ষা কার্যক্রম কখনও[illegible] সাধারণ ছাত্র সমাজের দ্বারা ব্যাহত হয় না; [illegible] তারা বার বার মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগীর[illegible] শিকারে পরিণত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় আবার সচল[illegible] হলে শুক্রবারও পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে, তবে[illegible] তা অবশ্যই দু' শিফটে। জুমার নামাজের [illegible] বিবেচনায় রেখে পূর্বনির্ধারিত সময়সূচীর কিঞ্চি[illegible] পরিবর্তন করে সকাল সাড়ে আটটা এবং বে[illegible] আড়াইটা থেকে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব কর্তৃপ[illegible] বিবেচনা করে দেখতে পারে। কোন বিষয়ের[illegible] পরীক্ষা শনি বা রবিবার থাকলে সে পরীক্ষা[illegible] শুক্রবার নেয়া কতটুকু সঙ্গত তা-ও অবশ্যই[illegible] বিবেচনার দাবি রাখে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই[illegible] নয়, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বটে। ফলে ঢাকা[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির হাওয়া দেশের[illegible] অন্য সকল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কেও আলোড়িত[illegible] করে। শুধু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ই বলব কেন[illegible] দেশের ব্যাপক জনসাধারণকেও এ হাওয়া[illegible] প্রভাবিত করে। তাই দেশের যে কোন রাষ্ট্রীয়[illegible] গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন জাগে— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি হচ্ছে? এই অতি গুরুত্বের[illegible] কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অনেক[illegible] সময়ই অশান্ত হয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের[illegible] রয়েছে অজস্র গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। আমরা[illegible] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে গর্ব করতে চাই। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে তার শিক্ষা ও[illegible] গবেষণাকার্যে প্রত্যাবর্তন করুক— এমনটিই[illegible] আমাদের সকলের প্রত্যাশা। আমাদের দেশের[illegible] প্রেক্ষাপটে কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায়[illegible] থাকাকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিতিশীল[illegible] পরিস্থিতি বিরাজ করতেই পারে। কিন্তু[illegible] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এমনটি অবশ্যই[illegible] প্রত্যাশিত নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে[illegible] যদি মানুষের এমন প্রত্যাশা থাকে, তবে সরকার[illegible] প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে আসবে— এটাই[illegible] স্বাভাবিক। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ কামনা করছি। [illegible] সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছে সবিনয় অনুরোধ[illegible] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে[illegible] আবার যেন ১৫ দিন না লেগে যায়।